একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বইপড়া আন্দোলন

রত্নদীপ দাস (রাজু)

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা:

সবুজের সমারোহ, হাওর-বেষ্টিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি গ্রাম মুক্তাহার। গ্রামটি হবিগঞ্জ জেলাধীন নবীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হতে এক কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। 'মুক্তাহার' নামের আভিধানিক অর্থ মুক্তার মালা। অর্থাৎ এই গ্রামের মানুষজন চরিত্রে, বৈশিষ্ট্যে গুণবান। বর্তমান সময়ে একথা শতভাগ সত্যি না হলেও গ্রামের অতীত ইতিহাস বলে, এই গ্রামের পূর্বজগণ মানবিক গুণে গুণান্বিত ও সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে বাণীকান্ড দাশ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-এর সুমহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রমের রবীন্দ্র চন্দ্র দাসসহ ১১ জন বীর পুত্র মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্রপর্বে সিংহরূপ সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও গ্রামের খুঁটি অনেক মজবুত। একসময় নৌকাবাইচ, যাত্রাপালা, পালাগান, কবিগান, ঘাটুগান, ফুটবল, হাডুডু, কাবাডি প্রভৃতি ছিল প্রধান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। কালের বিবর্তনে এখন ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে–শতবর্ষেরও বেশি সময়ের পুরোনো শ্রীশ্রী গোপাল জিউর আখড়া, মুক্তাহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৫৬), মুক্তাহার কমিনিউটি ক্লিনিক (২০০০) প্রভৃতি।

গ্রন্থাগার হচ্ছে সাহিত্য ও বিনোদনের একটি অংশ এবং জ্ঞানের আশ্রম। আলোকিত মানুষ তৈরিতে গ্রন্থাগারের অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ইতোমধ্যে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামের শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এলাকার খ্যাতিমান শিক্ষক ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্র চন্দ্র দাস একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। এলাকার নর-নারী নির্বিশেষে সৃজনশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অবক্ষয় রোধকল্পে গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এই ধারণার আলোকে রবীন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয়ের পারিবারিক সংগ্রহশালা 'সনাতন-দীননাথ পারিবারিক সংগ্রহশালা'কে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় [দীননাথ দাস (১৮৬০-১৯৪৩) রবীন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয়ের পিতামহ এবং সনাতন দাস (১৮৫৫-১৯৩৮) দীননাথ দাসের অগ্রজ]। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এ-ইউনিয়নের একমাত্র গ্রন্থাগার, যা বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক নিবন্ধিত নবীগঞ্জ উপজেলার একমাত্র গণগ্রন্থাগার 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার' (২০১৫)। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেসকল ছোটো-বড়ো গ্রন্থাগার প্রান্তিক মানুষের পাঠের চাহিদা পূরণ করছে এবং আলোকিত মানুষ তৈরি করতে আলোর বাতিঘর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, সেইসব

গ্রন্থাগারের অন্যতম হলো 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'।

'রবীন্দ্র গ্রন্থাগারে পড়ি বই/ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হই।' স্লোগানকে ধারণ করে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর এক নতুন দিগন্তের পথে যাত্রা শুরু করে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'। গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত কিংবদন্তি, কীর্তিনারায়ণ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত সমাজসেবক, রবীন্দ্র চন্দ্র দাসের বাল্যবন্ধু সদ্যপ্রয়াত মেজর (অবঃ) সুরঞ্জন দাস। গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরই পাঠক-সমাবেশ বাড়তে থাকে। বছরখানেকের মধ্যেই পাঠকের সমন্বয়ে গঠন করা হয় গ্রন্থাগারের পরিচালনা পর্ষদ। গ্রন্থাগারের পরিচালনা পর্ষদের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের পাঠকসেবা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় 'পাঠক ফোরাম' এবং 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফোরাম' নামক দুটি সহযোগী সংগঠন গঠন করা হয়। প্রতিবছর গ্রন্থাগার পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা বা ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবিকাশে কাজ করে এমন একটি কর্মসূচি পালন করা হয় এবং 'কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা' অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে এবং প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পর্ষদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রতিবছর ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করতে গ্রন্থাগারের সদস্যদের নিয়ে একটি শিক্ষা ভ্রমণেরও আয়োজন করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা হয়। বইপাঠ, পাঠক সৃষ্টি, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, সামাজিক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, অপসংস্কৃতির বিপরীতে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বইপড়া আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে মাসিক একটি আলোচনা সভা এবং বইপড়া বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ-ছাড়া পাঠকদের মধ্য থেকে লেখক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'মুক্তাক্ষর' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। এই বছর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 'সেরা পাঠক সম্মাননা' দেওয়ার। তাছাড়া বই পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে আগ্রহী করতে নেওয়া হচ্ছে চমৎকার কিছু উদ্যোগ।

গ্রন্থাগারের সহস্রাধিক বই, মানসম্মত একটি গঠনতন্ত্র এবং ১১১ জন সদস্য রয়েছেন। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' উক্ত গ্রন্থাগারের নিবন্ধন প্রদান করে। গ্রন্থাগারের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠাতার পরিবার থেকে প্রদানকৃত জমি দেওয়া হয়। বিগত ৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব এনামুল হাবীব গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ঘরের উদ্বোধন করেন। এ-পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন–হবিগঞ্জ-১ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য এম এ মুনীম চৌধুরী বাবু (২০১৭), সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী (২০১৭), নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফজলুল হক চৌধুরী সেলিম (২০২১), উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট গতি গোবিন্দ দাশসহ বিভিন্ন

জনপ্রতিনিধি, কবি, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অনেক গুণিজন।

'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার' আমাদের একটি স্বপ্নের নাম। যে-স্বপ্নকে রূপায়িত করতে কাজ করে যাচ্ছে এলাকার একঝাঁক গ্রন্থপ্রেমিক তরুণ যুবক। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী ও বই পড়ায় অভ্যাস গড়ে তুলতে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। গ্রন্থাগারের যেকোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সকল স্থানেই কিছুসংখ্যক মানুষ থাকেন, যারা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের অনুশীলনে অভ্যস্ত। যা আমাদের দেশে 'ভিলেজ পলিটিক্স' বা 'গ্রাম্য রাজনীতি' নামে পরিচিত। এ-জাতীয় লোকেরা স্বভাবতই এলাকার বিভিন্ন মহৎ উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। এখানেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। যুবকদের এই মহৎ উদ্যোগ কোনো কোনো মানুষের হৃদয়কে লোহার শলাকার মতোই বিদ্ধ করে। প্রতিনিয়তই তারা নানাভাবে গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট আলোর পথের অভিযাত্রী যুবকদের বিপথগামী করার চেষ্টা করে।

সমাজের এই সব কলুষিত ঘৃণ্য ব্যক্তিদের 'দুরভিসন্ধি চাল'কে ব্যর্থ প্রমাণ করে আমরা সমাজের সকলকে আলোর পথের দিশা দেখাতে দৃপ্তপায়ে হেঁটে যাচ্ছি। আলোর পথের অভিযাত্রী সাহসী একঝাঁক যুবকের মধ্যে অন্যতম হলো–গৌতম দাস, ঝিনুক দাস, সৈকত দাস, অপূর্ব দাস, রনি দাস, মিশু দাস, সাগর দাস জনি, দেবাশীষ দাস রতন, দ্বীপ দাস, নিউটন দাস, দীপ্ত দাস, বিপ্লব দাশ, জনি দাস, কনিক দাস শুভ, রসেন্দ্র দাস, স্বপন দাস (এস ডি), রিপন দাশ প্লাবন প্রমুখ। আরও অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা সকলেই আমার একান্ত আপনজন।

জ্ঞানার্জন করতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়ার উৎকৃষ্ট স্থান হচ্ছে গ্রন্থাগার। একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার একটি এলাকাকে আলোকিত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা সেই আলোকিত মানুষ তৈরির দ্বার উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছি। আমাদের এলাকার তরুণ প্রজন্ম প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে এই প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও করণীয় নির্ধারণ:

ব্রিটেনে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গণগ্রন্থাগার আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার ফলে গণশিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসারলাভ করে। সেই আদলে ভারতবর্ষে তৎকালীন জমিদার, সমাজসেবক, সরকারি কর্মকর্তা ও জনহিতৈষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর ঠিক এক বছর পরে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে (তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশ) বেসরকারিভাবে প্রথম একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় যশোরে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একযোগে আরও তিন জেলাসদর পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দটিকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। পর্যায়ক্রমে জেলা, মহকুমা ও কতক থানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে রাজশাহী ও কুমিল্লা গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নোয়াখালী ও সিলেট পাবলিক লাইব্রেরি। এরই মধ্যে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে Press and Registration Book Act পাশ হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন বহু গুণে গতিসঞ্চারিত হয় এবং সারা দেশের জেলা ও মহকুমা সদরে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একটি মাইলফলক উন্মোচন করেন। যা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে প্রতিবছর ৫ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে তা উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন কোনো গতানুগতিক আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য খুবই নগণ্য। তারপরও গ্রন্থাগার আন্দোলন থেমে থাকে নি। প্রবাহিত হচ্ছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বইপড়া আন্দোলন তথা পাঠাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে দেশের তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে বইপাঠে উদ্বুদ্ধ করতে যেসকল আলোর যোদ্ধারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি রইল হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন–'সোনার বাংলা গড়ার জন্য, সোনার মানুষ গড়তে হবে' (০৯.০১.১৯৭৩)। আসুন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংকল্প করি। আর সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হলে সোনার মানুষ গড়তে হবে। আর সোনার মানুষ গড়তে হলে বই পড়তে হবে এবং সারা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে হবে।

চীনের একটি প্রবাদ–"তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে শস্য রোপণ করো, তুমি যদি দশ বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে গাছ লাগাও, আর যদি হাজার বছরের পরিকল্পনা করে থাকো তাহলে মানুষ তৈরি করো।" আসুন আমরা হাজার বছরের পরিকল্পনা করি এবং প্রকৃত মানুষ তৈরি তথা আলোকিত জাতি গঠনে কাজ করি। আলোকিত মানুষ হতে হলে জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর জ্ঞানার্জন করতে হলে অবশ্যই জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগারে যেতে হবে।